সফটওয়্যার এবং আইটি সেবা খাতের উন্নয়নে যথাযথ বিনিয়োগ চাই

যেকোনো দেশে শিল্প স্থাপনা গড়ে ওঠার পেছনে প্রয়োজনীয় অনেকগুলো অনুষঙ্গের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উদ্যোগের পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণের নিশ্চয়তা। বাংলাদেশেও শিল্প স্থাপনা গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। যেমন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প স্থাপনার জন্য রয়েছে কিছু ঋণ সুবিধা, যদিও তা সবার জন্য খুব সহজসাধ্য নয়। ঋণ গ্রহীতাকে মোকাবেলা করতে হয় বিভিন্ন ঝামেলা। শুধু তাই নয়, তাদেরকে পড়তে হয় নানা ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ পার্সেন্টেজ ভোগীদের মোকাবেলা করতে হয় বিপুল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও বিশেষ কার্যক্রম বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সফটওয়্যার ও আইটিএস খাতের এসএমই ঋণ প্রদানের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক হয়। এ গোলটেবিল বৈঠকে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে বাংলাদেশে সফটওয়্যার শিল্প এখনো শিল্প হিসেবে বিবেচিত নয়। এ খাতে প্রধান বিনিয়োগ তথা দক্ষ জনশক্তি এবং অন্য আনুষঙ্গিক বিনিয়োগ ও সম্পদের মূল্য নির্ধারণের জন্য এখনো কোনো সঠিক নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফটওয়্যার ও আইটিএস খাতে এসএমই ঋণ সুবিধা পাওয়া যায় না।

এই গোলটেবিল বৈঠকে সম্পদের মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি আদর্শ নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ খাতে এসএমই ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করা হয়।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে, যা দেশের সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা ও কর্মচঞ্চলতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাইলে যেসব ক্ষেত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকার, সরকার সেসব ক্ষেত্রে যে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে তেমন অবস্থা কিন্তু সবক্ষেত্রেই দৃশ্যমান নয়। বরং বলা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যেমন সফটওয়্যার ও আইটিএস খাতের ঋণ প্রদানের বিষয়টি। যেহেতু বাংলাদেশে আইসিটি খাতটি অপেক্ষাকৃত নতুন এবং এ সেক্টরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন নেই, তেমনি দক্ষ জনবলের অভাব অত্যন্ত প্রকট। তাই সফটওয়্যার ও আইটিএস খাতে এসএমই ঋণ সুবিধা দেয়া উচিত।

সরকার সফটওয়্যার ও আইটিএস খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করছে। সরকার এ খাত থেকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করছে। সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত সফটওয়্যার ও আইটিএস খাত থেকে রফতানি আয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে হলে সমপরিমাণ বা তার বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ সময়ে এর ব্যতিক্রম হলে সরকারের প্রত্যাশা পূরণ হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং বলা যায় এ খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ এবং ইকুইটি ফান্ডিংয়ের বিকল্প নেই। তাই মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি আদর্শ নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ খাতে এসএমই ঋণ সুবিধা দেয়ার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করা হয়। তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে, তা আমাদের সবার প্রত্যাশা।

ইশরাত জাহান
আম্বরখানা, সিলেট

প্রযুক্তিবিশ্বে বেশি চাহিদার পেশা এবং আমাদের করণীয়

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটলে দেশের বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে– এমন বদ্ধমূল ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অকল্পনীয় তা প্রমাণিত হয়েছে অনেক আগেই। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সারাবিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন কর্মক্ষেত্র আর এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'প্রযুক্তিবিশ্বে বেশি চাহিদার পেশা' শিরোনামে কমপিউটার জগৎ-এর নভেম্বরের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন এবং 'তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে ৪.৪ মিলিয়ন কর্মীর প্রয়োজন' শিরোনামে কমপিউটার জগৎ-এ খবর বিভাগের প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বে একসময় যে বিপুলভাবে দক্ষ জনবলের ঘাটতি দেখা দেবে তা বিভিন্ন দেশের নেতৃত্বদানকারী নেতারা যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন আজ থেকে ১০-১২ বছর আগে। এসব দেশ এখন বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তা যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরে তার আগের শাসণামলে ঘোষণা দিয়েছিলেন আইসিটি বিষয়ে প্রতিবছর দেশে ১০ হাজার সফটওয়্যার প্রোগ্রামার তৈরির। যদিও পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। তারপরও তার এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো কিংবা পরবর্তী ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী যদি প্রতিবছর ১০ হাজার করে আইটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট তৈরির কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতেন, তাহলে এতদিনের আইটি বিষয়ে প্রচুর গ্র্যাজুয়েট তৈরি হতো। কিন্তু তা হতে দেখা যায়নি। বরং বলা যায় আইসিটি খাতকে অনেকটা অবহেলাই করতে দেখা গেছে। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে এবং সে লক্ষ্যে কিছু কাজও করছে যদিও তা প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাইলে অনেক কিছুর সাথে আইসিটি খাতকে অনেক বেশি অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, সেই সাথে উচিত তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল তৈরির প্রতি বিশেষ নজর দেয়া। কেননা এ খাতে সারাবিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও দক্ষ জনবলের অভাব ব্যাপক।

কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত খবরের তথ্য মতে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে ৪.৪ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেই ১.৯ মিলিয়ন তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কর্মীর প্রয়োজন হবে। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ও পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান গার্টনারের প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ হয়েছে। এ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, আইসিটি খাতে ২০১৩ সালে খরচ ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে এবং আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

সুতরাং আইসিটি ক্ষেত্রের এই বিশাল কর্মী বাজারকে লক্ষ্য করে যদি এগিয়ে যাই তাহলে হয়তো আমরা আইসিটি ক্ষেত্রে কিছু দক্ষ কর্মী সরবরাহ করতে পারব আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে। এর ফলে অড জবের কর্মীর পাশাপাশি শিক্ষিত জনবলও রফতানি করতে পারব। এতে দেশের অর্থনীতির ভিত আরো দৃঢ় যেমন হবে, তেমনি দেশের সুনামও বাড়বে অনেক। কিন্তু এর জন্য প্রথমেই আমাদের দরকার সনাতন ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করা।

আমাদের দেশের পাবলিক এবং প্রাইভেট শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দূর করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে অনতিবিলম্বে। সেই সাথে আইসিটিতে গ্র্যাজুয়েট তৈরির জন্য যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করার কার্যক্রমও গ্রহণ করতে হবে। কেননা গত একদশকে আইসিটি খাতে পড়াশোনা করতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ অনেক কমে গেছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের আইসিটিতে ভর্তির জন্য উৎসাহ দিতে হবে, যাতে আগামীতে আইসিটি খাতে দেশের জনবলের অভাব পূরণ করে বাইরের দেশেও রফতানি করা যায়।

সালমা ফেরদৌস বীথি
ভূতের গলি, ঢাকা

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।